আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও অপপ্রচার সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন যাবৎ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভূয়া ও বানোয়াট খবর প্রচার করে আসছে। সম্প্রতি দেশের কয়েকটি স্থানে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে চাকুরী স্থায়ীকরণ, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি দাবীতে মানববন্ধন করা হয়েছে মর্মে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার করে প্রচার করা হচ্ছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগ্রুপের ফেসবুক পাতা হতে খবরগুলি ছড়ানো হচ্ছে যা প্রকৃত তথ্যভিত্তিক নয়। তাই জনমনে সৃষ্টি বিভ্রান্তি দূরীকরণে এ গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্ব নাম একটি বাড়ি একটি খামার) প্রকল্পের স্থায়ী রূপ। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মচারীবৃন্দ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর হবেন। তবে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন ২০১৬ জারীর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করায় বিধান রাখা হয় যে সংশোধিত আইনের বিধান অনুযায়ী প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রকল্পের সমিতি, সম্পদ কর্মরত জনবল পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর হবেন। সে অনুযায়ী ২২/০৩/২০১৭ তারিখ প্রকল্পের সমিতি, সদস্য, সম্পদ ও জনবল পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের জন্য ব্যাংক ও প্রকল্পের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রকল্পের সমিতি, সম্পদ ও জনবল ব্যাংকে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩৮৬ উপজেলা সমন্বয়কারীর মধ্যে ৩৬২ জনকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে অফিসার (সাধারণ) পদে, ৭৪৩ জন ফিল্ড সুপারভাইজারদের মধ্যে ৭২৭ জনকে ব্যাংকে জুনিয়র অফিসার (মাঠ) পদে, ৩৭৯ জন কম্পিউটার অপারেটরের মধ্যে ৩৭৪ জন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে কম্পিউটার অপারেটর পদে এবং ৩৮৩৫ জন মাঠ সহকারীদের মধ্যে ৩২৬৮ জনকে ব্যাংকে মাঠ সহকারী পদে স্থানান্তর করা হয়েছে। মোট কর্মরত ৫৩৪৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৪৭৩১ জন স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পে কর্মরত প্রায় সকল কর্মচারী ব্যাংকে স্থানান্তর তথা স্থায়ী নিয়োগ পেয়েছেন এবং তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছে। তাই প্রকল্পের কর্মচারীদের ব্যাংকের চাকুরীতে স্থায়ী নিয়োগের দাবী আন্দোলন বোধগম্য নয়। ব্যাংকে স্থানান্তরিত কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। পদোন্নতি নীতিমালা অনুমোদিত হলেই পদোন্নতির কার্যক্রম শুরু করা হবে। অপরদিকে ক্যাশ সহকারী পদটি ব্যাংকের নবসৃষ্ট পদ। এ পদের সাথে প্রকল্পের জনবলের কোন সম্পৃক্ততা নেই। অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্য হতে ৪২৮ জন প্রার্থীকে ক্যাশ সহকারী পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪৮৫টি শাখা সম্বলিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে ৫৫০টি সিনিয়র অফিসারের পদ আছে। কিন্তু কোন সিনিয়র অফিসার কর্মরত নেই। বিধি মোতাবেক ৫০% পদ অফিসার (সাধারণ) পদে কর্মরতদের মধ্য থেকে পদোন্নতি দিতে হবে, অপর ৫০% পদে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করবে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২৭৮ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে। সে প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক তাদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারী করে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ১২৯ জন উপজেলা সমন্বয়কারী (যারা ১/৮/১৮ তারিখ হতে ব্যাংকে অফিসার (সাধারণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ব্যাংকে সরাসরি সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করে ২টি রীট মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১২৯টি সিনিয়র অফিসার এর পদ সংরক্ষণ করার আদেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে পদোন্নতির জন্য ৫০% অর্থাৎ ২৭৫টি পদ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানকৃত ২৭৮টি জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৯টি পদ রীটকারীদের জন্য সংরক্ষণ করে বাকী ১৪৯টি পদে সিনিয়র অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। ব্যাংকে স্থানান্তরিত অফিসারদের (সাধারণ) মধ্য হতে পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী ২৭৮ জনকে পদোন্নতি দিয়ে সিনিয়র অফিসার করা হবে।

এ অবস্থার মধ্যেও একটি মহল প্রকল্প ও ব্যাংকের কর্মচারীদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্ররোচিত করে সারাদেশে মানববন্ধন, ঢাকায় ৬/৭/১৯ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করিয়েছেন যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ব্যাংকের কর্মচারীদের আন্দোলনে উস্কানী দিয়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের দরিদ্র সদস্যবৃন্দকে বিভ্রান্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়নে তথা দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাধাসৃষ্টি করছেন যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

প্রকল্প বা ব্যাংকে চাকরিরত কর্মচারীদের যৌক্তিক/বৈধ দাবী দাওয়া পেশ করার অফিসিয়াল পদ্ধতি পাশ কাটিয়ে হঠাৎ করে কর্মচারীদের দিয়ে আন্দোলন করানোর অপচেষ্টা একটি ষড়যন্ত্রের অংশ। প্রকল্প ও ব্যাংকের সকল কর্মচারীদের এহেন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হচ্ছে এবং একইসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো। ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা চূড়ান্ত হলে শীঘ্রই পদোন্নতির কার্যক্রম শুরু করা হবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সাথে প্রায় ৪৫ লক্ষ পরিবার এবং জনসাধারণকে এ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ফলে জনমনে এবং প্রকল্প ও ব্যাংকের কর্মচারীদের মনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীভূত হবে।

কর্তৃপক্ষ
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক